আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিদায় ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা মাধ্যমিক বালিকার বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ও নতুন ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া নবাগত শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ এবং পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধ দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিদ্যালয়ের সভাপতি স্নিগ্ধা দাস বলেন, মনে রেখ শুধু পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না,ভাল মানুষ হতে হবে। ভালো মানুষ হতে পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও অন্যান্য বই পড়তে হবে। বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক সহ সকলেই প্রতিষ্টানকে সুষ্ট ভাবে পরিচালনা করছেন। তোমরা জানো ফেব্রুয়ারী মাস ভাষার মাস,এই মাসে আমাদের শপথ নিতে হবে দেশকে এগিয়ে নিতে সকলে একত্রে কাজ করবো এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অক্ষুন্ন রাখব।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সোহেল রানা শাহিন, মেহেদী হাসান, নাসরিন খাতুন।বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিশাত, রিয়া ও শিক্ষক আশরাফুল ইসলামের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক মিজানুর রহমান, রাম সাহা, সমীর সাহা, অন্নপূর্ণা, শামীমা ইয়াসমিন, কাবেরী সুলতানা ও পারুলা খাতুন।

আলমডাঙ্গায় মহিলা ভাইসচেয়ারম্যানের ‘প্রক্সি’ পরীক্ষা দিতে এসে যুবতীর কারাদণ্ড

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমাজতন্ত্র পরীক্ষায় ‘প্রক্সি’ দিতে এসে ধরা পড়েছে সালমা খাতুন নামের এক যুবতী। শনিবার দুপুর ২টার দিকে আলমডাঙ্গা মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে ওই ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে সালমা খাতুনকে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। এছাড়া মূল পরীক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতুকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আটক ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থী সালমা খাতুন (২৪)। তিনি আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুপাড়া এলাকার জজহুরুল ইসলামের মেয়ে। এছাড়া বহিষ্কৃত মূল পরিক্ষার্থী মৃত বীরমুক্তিযোদ্ধা কাজী কামালে মেয়ে ও তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান।

আলমডাঙ্গা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আনুরা খাতুন বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শনিবার বিএ/বিএসসি চতুর্থ বর্ষে সমাজতন্ত্র-৩ পত্রের পরিক্ষা চলছিল। কলেজের শিক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতু মূল পরীক্ষার্থী। নিতুর আসনে বসে সালমা খাতুন পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। দুপুর দেড়টার দিকে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছিল। জেসিয়ার আসনে বসা পরীক্ষার্থী বোরকা পরে ছিলেন। কিন্তু তিনি বোরকার নিকাব খুলে চেহারা দেখাতে চাইছিলেন না। তাঁর কথাবার্তাও অসংলগ্ন ছিল। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি স্বীকার করেন, নিতুর হয়ে তিনি ‘প্রক্সি’ পরীক্ষা দিতে আসেন। পরে ওই ভুয়া পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ তাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। এছাড়া মূল পরিক্ষার্থীকে নিতুকেও বহিস্কার করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার

(ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, দুপুরে খবর পেয়ে তিনি ওই কলেজে যান। কলেজ কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ওই ‘প্রক্সি’ পরীক্ষার্থী সালমাকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া মূল পরিক্ষার্থী কাজী মারজাহান নিতুকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অবৈধ ক্লিনিক বন্ধ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুমোদন বিহীন একটি ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। অভিযানে ক্লিনিক পরিচালনার নিবন্ধন না থাকায় ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগটি বন্ধ করা হয়েছে। তবে চালু রয়েছে ডায়গনস্টিক কার্যক্রম।

শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান।

উপজেলা শহরের ডক্টরস্ কেয়ার এন্ড স্পেলাইজড হসপিটালটি পরিচালনা করতেন আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়াউদ্দীন আহমেদ। অভিযোগ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিজেই অবৈধভাবে বেসরকারি ক্লিনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এরপর সেখানে অভিযান চালায় স্বাস্থ্য বিভাগ।

অভিযান শেষে ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওলিয়ার রহমান বলেন, প্রতিষ্ঠানটিতে ডায়গনস্টিক সেন্টারের অনুমোদন আছে। কিন্তু সেখানে ক্লিনিক বা অপারেশন থিয়াটারের নিবন্ধন না থাকলেও সে কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। অভিযানে এর সত্যতা পাওয়া যায় এবং ক্লিনিক ও অপারেশন থিয়েটার বিভাগ বন্ধ করা হয়েছে।

এছাড়া বর্তমানে ওই ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রোগীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানন্তরের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় ভিক্ষা করে নিজ হাতে গড়লেন দোতলা বাড়ি

পাকা ঘরে ঘুমানোর স্বপ্ন সবারই থাকে। হোক ধনী কিংবা গরিব। তবে ইচ্ছা থাকলেও দালান গড়তে পারেন না অনেক অসহায় মানুষ। কিন্তু নিজে ভিক্ষা করে স্বপ্ন পূরণ করেছেন ৫৫ বছর বয়সী রহিম বক্স ওরফে নমে পাগল। ভিক্ষা করেই সরকারি জমির ওপর ২০ বছর ধরে নিজ হাতে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন দোতলা বাড়ি।

ভিক্ষুক রহিম বক্সের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামে। তার বাবার নাম মৃত কিয়ামুদ্দিন। দীর্ঘদিন আগে রহিম বক্সের স্ত্রী চলে গেছেন। রয়েছে এক ছেলে। বাবাকে নিজের কাছে রাখতে চান দিনমজুর সন্তান। কিন্তু ছেলের কাছে থাকতে নারাজ ভিক্ষুক বাবা।

দিন শেষে রাতটুকু নিশ্চিন্তে থাকতে ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়ে প্রতিদিন বিকেলে নিজে ঘর মেরামতের কাজ করে যেতেন রহিম বক্স। এভাবেই একটি দোতলা ঘরের পেছনে কাটিয়েছেন ২০ বছর।

প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক রহিম বক্স জানান, তিনি ৩০ বছর ধরে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী গ্রামে সড়ক বিভাগের জমির ওপর একটি ঝুপড়ি ঘর করে থাকতেন। ঝড়-বৃষ্টিতে বিভিন্ন সময় তাকে সমস্যায় পড়তে হতো। এমন অবস্থায় ২০০০ সালে তিনি সেখানে নিজ হাতে ইটের গাঁথুনি দিয়ে থাকার মতো ছোট একটি পাকা ঘর তৈরি করেন। তখন থেকেই তার পরিকল্পনা, ওই ঘরের ওপরে আরো একটি ঘর বানানোর।

সেই সময় থেকে সারাদিনের ভিক্ষাবৃত্তির টাকা দিয়ে কিছু কিছু ইট, সিমেন্ট ও বালু কিনতেন। আর প্রতিদিন বিকেলে একটু একটু করে গাঁথুনির কাজ করতেন। ২০ বছর পর এখন সেখানে নিচতলায় দুটি রুম ও ওপরে এক রুম বানিয়েছেন। নিচে দুটি ঘরের মধ্যে একটিতে নিজে থাকেন। থাকার ঘরে মেঝে ও দেয়ালে টাইলস বসানো। বেশ পরিপাটি।

রহিম বক্স আরো জানান, তার দোতলা ঘরে থাকার স্বপ্ন ছিল। সে

স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বিভিন্ন সময় সড়ক বিভাগ উচ্ছেদ অভিযান চালালে বসতঘরের ওপর উঠে বসে থাকতেন তিনি। তাকে নামানো যেতো না। এছাড়া এলাকাবাসীর অনুরোধে উচ্ছেদ থেকে তিনি রক্ষা পান।

হাউলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দীন বলেন, ভিক্ষুক রহিম বক্স ওরফে নমে পাগল প্রায় ৩০ বছর আগে এখানে একটি ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে থাকা শুরু করেন। ২০০০ সালের দিকে তিনি কাদামাটি ও ইট দিয়ে একটি পাকা ঘর বানান। এরপর ধীরে ধীরে একইভাবে ইট কুড়িয়ে, সামান্য কিছু সিমেন্ট কিনে নিজ হাতে দোতলার কাজ শুরু করেন।প্রায় ২০ বছর ধরে তিলে তিলে সম্প্রতি সিঁড়িসহ দোতলার কাজ শেষ করে এখানে থাকছেন। সড়ক বিভাগ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলে তিনি দোতলায় উঠে বসে থাকতেন। তাকে কোনোভাবেই নামানো যেতো না। এছাড়া ভিক্ষুক হিসেবে সবাই ঘরটি না ভাঙার অনুরোধে অভিযান থেকে রক্ষা পান। বর্তমানে তিনি স্বপ্ন পূরণের তৃপ্তি নিয়ে এখানে থাকছেন।

আলমডাঙ্গায় ২৫ পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ২৫ পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে পৌর এলাকার সোহাগ মোড় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামী রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া ইবি থানাধীন পাটিকাবাড়ি গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পৌর এলাকার সোহাগ মোড়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়ার নির্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান। সোহাগ মোড়ে অভিযান চালিয়ে রফিকুল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেন। এ সময় তার কাছ থেকে ২৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ গনি মিয়া বলেন, ‘গ্রেফতারকৃত আসামী ইয়াবা বিক্রেতা। তার বিরুদ্ধে থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির ১৫২৫তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২৫তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল । স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, হুমায়ুন কবীর, কাজল গুরু, আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল, বনলতা, মিম্মা সুলতানা, হোসেন মোহাম্মদ ফারুক, দ্বীপঙ্কর চক্রবর্তী দ্বীপ, জামাল উদ্দীন বেঙ্গলী, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ, হুমায়ুন কবীর এবং আবু নাসিফ খলিল। চিরায়ত সাহিত্য থেকে কবিতা পাঠ করেন নজির আহমেদ এবং সুমন ইকবাল।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, শেখ পিন্টু এবং এম এ মামুন প্রমুখ । অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন|

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনা: ১২ দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কাঠালতলা নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিল্লাল হোসেন (৩০) চিকিৎসাধিন অবস্থায় মারাগেছে।

আজ শুক্রবার সকালে রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিল্লাল মারা যায়। মৃত্যু বিল্লাল হোসেন উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের খাল পাড়ার মোঃ বজুলের ছেলে।

গত ২৯ জানুয়ারী সোমবার সকাল ৭ টার দিকে দামুড়হুদা-দর্শনা সড়কের কাঁঠালতলা নামক স্থানে বিচালি বোঝায় পাওয়ারট্রলি সড়কের পাশে বাবলা গাছের সাথে ধাক্কা মেরে বিল্লাল হোসেন ও ফারুক হোসেন ২জন গুরুতর আহত হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই মর্মে রাজশাহী থানায় আবেদন করে বিনা ময়না তদন্তে বিল্লালের মরদেহ আজ শুক্রবার বিকেলে গ্রামে নিয়ে আসে।

আলমডাঙ্গার হারদিতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর লুঙ্গী ডান্স গানে নাচ

আলমডাঙ্গা হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর নাচের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। গতকাল বুধবার

রাতে বিভিন্ন ফেসবুক পেইজে ভিডিওটি প্রকাশ করলে মুহুর্তে ভাইরাল হয়। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ায় এলাকাজুড়ে চলছে সমালোচনা। ক্ষোভ জানিয়েছেন অনেক অভিভাবক।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামি ১২ ফেব্রুয়ারি ওই স্কুলে নবীন বরণ ও দশমশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়েছে কতৃপক্ষ। এছাড়া বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও প্রস্তুতি নিয়েছে।

তবে গতকাল বুধবার দুপুরে ওই স্কুলের শ্রেণীর কক্ষে ট্রেড ইন্সট্রাক্টর শিক্ষক আইয়ুব আলি ও ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ভারতের হিন্দি (লুঙ্গী ডান্স) গানে উদম নাচানাচি করে। এই ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে মুহুর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। ভিডিওটি প্রকাশের পর পক্ষে-বিপক্ষে সমালোচনা হলেও বিনোদনের অংশ হিসেবে নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

হারদী মীর শামসুদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর বলেন, আগামি ১২ ফেব্রুয়ারি নবীন বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিয়ারসেল চলছে।

তিনি আরো বলেন, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর নাচের ভিডিওর বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। স্কুলে গিয়ে খোজখবর নিয়ে তারপর জানানো সম্ভব হবে।

হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলী মাস্টার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, একজন শিক্ষক উঠতি বয়সী শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদম নাচের ভিডিওটি শিক্ষকদের জন্য লজ্জা জনক।

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়ায় মাটি কেটে বিক্রয় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার গড়চাপড়া গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত মাটি বিক্রির দায়ে একব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (০৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া গ্রামে ফসলি জমির মাটি কেটে বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় অবৈধ মাটি উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে গড়চাপড়া গ্রামের মৃত আফজাল বিশ্বাসের ছেলে রফিকুল ইসলামকে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে স্থানীয়রা জানান, এভাবে ট্রাকে করে মাটি পরিবহনের ফলে গ্রামীণ রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত ও চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তাদের চরম দুরবস্থায় পড়তে হচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে তারা মনে করেন।

আলমডাঙ্গার পারলক্ষীপুরে কলেজছাত্রীর আত্ম*হ*ত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় মায়ের সঙ্গে অভিমান করে রেশমা খাতুন (১৭) নামের এক কলেজছাত্রী আত্মহত্যা করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় তার নিজ ঘর বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করেন। পরে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রেশমা খাতুন উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পারলক্ষীপুর গ্রামের জরিপ হোসেনের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার বিকেলে কলেজছাত্রী রেশমা তার মা সাহেদা খাতুনের সাথে মাছ কাটা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। পরে মায়ের সঙ্গে অভিমান করে নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘাস মারা বিষপান করে আত্নহত্যা করে। পরে সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো প্রস্তুতি চলছিল। এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রেশমার মা বলেন, আমার মেয়ে সরোজগঞ্জের তেতুল শেখ কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীতে লেখাপড়া করে। অভাবের সংসারে তার লেখাপড়ার খরচ জোগাতে সে নিজেই সেলাই মেশিনের কাজ করে। তাকে মাছ কাটতে বলায় আমার সাথে কথা কাটাকাটি হয়। আমার উপরে অভিমান করে, দুরে চলে গেলো।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি (তদন্ত) একরামুল হুসাইন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।